ঢাকায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) এর রিজিওনাল হাব উদ্বোধন

ভাষণ

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

শেখ হাসিনা

রবিবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮, হোটেল রেডিসন ব্লু, ঢাকা

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**সভাপতি,**

**ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের মান্যবর প্রেসিডেন্ট ড. বন্দর এম. এইচ. হাজ্জার,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**রাষ্ট্রদূতগণ,**

**উন্নয়ন-সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ,**

**ও উপস্থিত সুধিম**ন্ড**লী**

আসসালামু আলাইকুম **and A very Good Morning to you all.**

 **ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ‘রিজিওনাল হাব’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু’লাখ মা-বোনকে। সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি।**

**ঢাকায় রিজিওনাল হাব চালু করার জন্য আমি আইডিবিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটি ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সদর-দপ্তর থেকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ। এরফলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষন ও আইডিবি’র অন্যান্য আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও দক্ষ, উন্নত ও গতিশীল করবে। এ উদ্যোগ সদস্য রাষ্ট্রের উন্নয়ন অগ্রাধিকার, প্রয়োজন ও চ্যালেঞ্জসমূহ আরও ঘনিষ্ঠভাবে বুঝতে আইডিবিকে সহায়তা করবে।**

 **আইডিবি বাংলাদেশের অন্যতম বিশ্বস্ত উন্নয়ন-সহযোগী। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিগত চার দশকে আইডিবির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।**

 **আইডিবি এ-পর্যন্ত বাংলাদেশকে ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান করেছে। ৫৭টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশ সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক সহযোগিতা গ্রহণকারী দেশ। ঢাকায় নতুন অফিস স্থাপন বাংলাদেশের সঙ্গে আইডিবির সম্পর্ক সুসংহত এবং অংশীদারিত্ব সুদৃঢ় করার আরও একটি ধাপ বলে আমি মনে করি।**

সুধিবৃন্দ,

**বাংলাদেশের জনগণের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এ অভিযাত্রা কখনোই মসৃণ ছিল না। আমাদের দক্ষ নেতৃত্ব ও জনগণের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ‘তলাবিহীন ঝুঁড়ি’ থেকে আজ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। জাতিসংঘের উন্নয়ন-নীতি বিষয়ক কমিটি (সিডিপি)-এ স্বীকৃতি দিয়েছে। সল্প সময়ের মধ্যেই উন্নত দেশ হবার পথে এ যাত্রা অব্যাহত রেখেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত রাষ্ট্র হওয়া আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য।**

 **আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী ‘উন্নয়নের বিস্ময়’ যা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। জিডিপির আকারে বাংলাদেশ বর্তমানে পৃথিবীর ৪৩তম বড় এবং ক্রয়ক্ষমতা সমতা অনুযায়ী ৩২তম বৃহৎ অর্থনীতি।**

সুধিবৃন্দ,

 **একাধিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ও সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। দারিদ্র্যসীমা বর্তমানে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হলো জনগণের জীবনমান উন্নত করা। আমরা গরীববান্ধব ও জনমুখী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেছি, যা আমাদের কা**ঙ্ক্ষি**ত উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে।**

**জনমিতিক সুবিধার সুফল ভোগের জন্য আমাদের আরও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরি। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আমরা ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার প্রযুক্তি পার্ক স্থাপন করার পাশাপাশি বেসরকারি ও বৈদেশিক বিনিয়োগও সহজতর করছি।**

**এছাড়াও অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা বেশ কিছু বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করেছি। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প পদ্মা সেতু তৈরি করছি।**

সুধিমন্ডলী,

 **দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় আমরা উন্নয়ন ধরে রাখতে পেরেছি। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে জিডিপি ৭.৭৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ১৭৫২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। গত দশ বছরে মুদ্রাস্ফীতি ১২.৩ শতাংশ হতে ৫.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। সরকারের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ১০.৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে বাজেটের আকার ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। রপ্তানী আয় ৩৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাৎসরিক আমদানি ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহ প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।**

 **এছাড়া প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় মানবসম্পদ উন্নয়নে আমরা এগিয়ে রয়েছি। আমরা সাধারণ শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি।**

**আমরা সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে ১৩ হাজার ৮৪২ জন স্বাস্থ্য-সেবা প্রদানকারী নিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে যাচ্ছি।**

 **প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যু হার ২৮ ও মাতৃমৃত্যুর হার ১.৭৬ -এ নামিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে এক বছরের কম শিশুদের মধ্যে টিকা প্রদানের হার ৮২.৩ শতাংশ এবং ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ার হার ৯২ শতাংশ। মানুষের গড় আয়ু বর্তমানে ৭২ বছরের বেশি।**

**২৪ ঘণ্টা জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ দেয়ার জন্য “স্বাস্থ্য-জানালা” চালু করা হয়েছে।**

 **আমাদের সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। ২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ছিল মাত্র ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট। যা বর্তমানে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দেশে পাওয়ার প্লান্টের সংখ্যা ১১৮টি। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাও উন্নত করা হয়েছে। বর্তমানে শতকরা ৯০ জন বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের সকল মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।**

**এছাড়াও, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমরা তরলকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি শুরু করেছি।**

সুধিবৃন্দ**,**

**বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রযুক্তি-নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। দেশের প্রান্তিক অঞ্চলকে সংযুক্ত করার জন্য বিস্তৃত তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জন্মনিবন্ধন এবং সামাজিক-ভাতাসহ ২০০ প্রকার সরকারি সেবা এখন জনসাধারণের হাতের নাগালে। ১৮ হাজার সরকারি অফিস একটি সমন্বিত নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।**

 **দেশে বর্তমানে ৯১ শতাংশ টেলিঘনত্ব এবং ৫০.১ শতাংশ ইন্টারনেট ঘনত্ব রয়েছে। দেশে বর্তমানে ১৫ কোটি ৩ লাখ মানুষ মোবাইল এবং ৮ থেকে ৬ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে।**

 **সরকারি অফিসে ই-ফাইলিং, ইলেকট্রনিক কেনাকাটা (ই-জিপি), ই-কমার্স, স্থানীয় পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টার, মোবাইলের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা, ডিজিটাল পরীক্ষাগার ও মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ব্যবহার করা হচ্ছে।**

**গত ১১ই মে ২০১৮ তারিখে মহাশূন্যে দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -১’ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট ক্লাবে যুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।**

সুধিমন্ডলী,

 **সমাজের সকল স্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১’ ও জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করেছি। উন্নয়ন কর্ম**কান্ডে **নারীর সক্রিয় ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা হচ্ছে।**

**‘বৈশ্বিক লিঙ্গ-বৈষম্য প্রতিবেদন ২০১৭’ অনুযায়ী ১৪৪টি রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৭ তম। এক্ষেত্রে ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান এবং পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে।**

**আমরা ৩.৫ মিলিয়ন নারী পোশাক শ্রমিকদের নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মক্ষেত্র তৈরির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।**

সুধিমন্ডলী,

 **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে কোন ইস্যুতে বাংলাদেশ অন্যতম ক্ষতিগ্রস্থ রাষ্ট্র।**

**জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন এবং অভিযোজন করার জন্য “বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা” এর আওতায় বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে “বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড” গঠন করেছি।**

 **পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সেক্টরে বিনিয়োগের চাহিদা, বর্তমান অবস্থা ও ঘাটতি পর্যালোচনা করার জন্য কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্লান (২০১৬-২০২১) প্রস্তুত করা হয়েছে। বিনিয়োগ পরিকল্পনা মতে সম্পূর্ণ মেয়াদে মোট ১১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রয়োজন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে এ পর্যন্ত ৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ আরও ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি পূরণে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।**

সুধিবৃন্দ**,**

সহস্রা**ব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা সফল হয়েছি। এখন জাতীয় পরিকল্পনা এবং কর্মকৌশলের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।**

**বাংলাদেশ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে একটি মানবিক সংকট মোকাবিলা করছে। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ সীমান্ত উম্মুক্ত করে দিয়ে তাদের প্রবেশ করতে দিয়েছে। নিজস্ব সম্পদ, বাস্তুসংস্থান ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে জানা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশাল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অনুপ্রবেশ করতে দিয়েছে।**

 **মানবিক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও খাদ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে চাই। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ ও স্থায়ী প্রত্যাবর্তনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। মিয়ানমারকে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য চাপ অব্যাহত রাখার জন্য আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সুনির্দিষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) নিপীড়িত মানবতার পাশে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যখন জাতিগত নির্মূলের মুখোমুখি তখন আইডিবি নিশ্চুপ থাকতে পারে না। কাজেই জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের নিরাপদে নিজ দেশে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য আইডিবিকে আমি দৃঢ়ভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।**

সুধিবৃন্দ**,**

 **আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ্। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন। সকলে মিলে আমরা নতুন প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল-সমৃদ্ধ ভবিষৎ গড়ে তুলব।**

**আমি ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, রিজিওনাল হাব-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।**

**সকলকে ধন্যবাদ।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।**

**...**